কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনসার সদস্যদের দায়িত্ব গ্রহণ

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হাসপাতালের নিরাপত্তা জোরদার ও স্বাস্থ্যসেবার পরিবেশ আরও সুরক্ষিত করতে ২০২৬ সালের ১ জুলাই থেকে ১০ জন সশস্ত্র আনসার সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন।

নবনিয়োজিত আনসার সদস্যদের স্বাগত জানাতে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এক আন্তরিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ইউএইচঅ্যান্ডএফপিও) ডা. পিযূষ কুমার সাহা, হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ফুলেল শুভেচ্ছার মাধ্যমে তাঁদের বরণ করে নেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. পিযূষ কুমার সাহা, জানান, হাসপাতালে প্রতিদিন বিপুলসংখ্যক রোগী ও স্বজনের সমাগম হয়। ফলে নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র আনসার সদস্যদের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন এই পদায়নের ফলে হাসপাতালের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে এবং চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও রোগীরা নিরাপদ পরিবেশে সেবা প্রদান ও গ্রহণ করতে পারবেন।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সুত্রে জানা যায়, স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের পাশাপাশি চিকিৎসাকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সশস্ত্র আনসার সদস্যদের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে হাসপাতালের শৃঙ্খলা রক্ষা, অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং সেবার পরিবেশ আরও উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি সরকারের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন ও হাসপাতালের নিরাপত্তা জোরদারে গৃহীত পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন হাসপাতালের চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্থানীয়রা।

নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত হলে স্বাস্থ্যকর্মীরা আরও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন এবং রোগীরাও উন্নত ও নির্বিঘ্ন স্বাস্থ্যসেবা পাবেন। সংশ্লিষ্টদের মতে, মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সশস্ত্র আনসার সদস্যদের এই পদায়ন হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১০ আনসার সদস্য নিয়োগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সার্বিক নিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যে ১০ জন আনসার সদস্য নিয়োগ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে নবাগত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লাভলী ইয়াসমিন এবং উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা মনিরুল ইসলামকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সভাকক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরে নবনিযুক্ত আনসার সদস্যদের দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. মশিউর রহমান। তিনি বলেন, রোগী, রোগীর স্বজন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আনসার সদস্য নিয়োগ একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। এর ফলে হাসপাতালের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাভলী ইয়াসমিন বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের পাশাপাশি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উপজেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত আনসার সদস্যদের নিষ্ঠা, সততা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. মহিবুল্লাহ।

এ সময় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধান সহকারী আবু হাসান, এমটিপিআই (পিপিআই) ফারুক হোসেনসহ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চালু হলো অপারেশন থিয়েটার

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অপারেশন থিয়েটার (ওটি) চালু করা হয়েছে।

মঙ্গলবার অপারেশন থিয়েটারের কার্যক্রম উদ্বোধনকালে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল।

অপারেশন থিয়েটার চালু হওয়ায় এলাকার সাধারণ মানুষ এখন স্থানীয় পর্যায়েই বিভিন্ন জরুরি ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এর ফলে রোগীদের জেলা সদর কিংবা দূরবর্তী হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়ার ভোগান্তি ও ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে।

এ সময় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেন, “জনগণের দোরগোড়ায় উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অপারেশন থিয়েটার পুনরায় চালু হওয়ায় এলাকার মানুষের চিকিৎসাসেবা আরও সহজলভ্য ও কার্যকর হবে।”

স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, অপারেশন থিয়েটার চালুর মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার মান আরও উন্নত হবে এবং রোগীরা দ্রুত ও আধুনিক চিকিৎসাসেবা পাওয়ার সুযোগ পাবেন।

দীর্ঘদিন পর অপারেশন থিয়েটার পুনরায় চালু হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে স্বস্তি ও সন্তোষ লক্ষ্য করা গেছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, এটি আলমডাঙ্গা উপজেলার স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

নানা সংকটের মধ্যে চলছে হরিণাকুন্ডু হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা

নানা সংকটের কারণে ব্যাহত হচ্ছে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্যসেবা। চিকিৎসক ও জনবল সংকট, ওষুধের ঘাটতি এবং চিকিৎসকদের অনুপস্থিতির কারণে কাক্সিক্ষত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা রোগীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চিকিৎসক সংকটের কারণে দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার বন্ধ রয়েছে। এক্স-রে মেশিন চালু থাকলেও নানা অজুহাতে তা সচল থাকে না নিয়মিত। পাশাপাশি প্যাথলজি পরীক্ষাও ঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না। এমনকি পদায়ন থাকা সত্ত্বেও অনেক চিকিৎসক হাসপাতালে যান না বলে অভিযোগ রয়েছে।

উপজেলার দুর্লভপুর গ্রামে বাসিন্দা রহিম উদ্দিন বলেন, সকাল থেকে হাসপাতালে বসে আছি, কিন্তু এখনো ডাক্তার দেখাতে পারিনি।

আমরা গরিব মানুষ, বারবার শহরে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব না। এখানে ঠিকমতো সেবা পেলে আমাদের অনেক উপকার হতো।

হরিশপুর গ্রামে সালমা খাতুন বলেন, আমার বাচ্চাকে নিয়ে অনেক দূর থেকে এসেছি। ডাক্তার না থাকায় ঠিকভাবে চিকিৎসা পাচ্ছি না।